তারিখ 30 MAY 2010
পৃষ্ঠা 20 কলাম

যুগান্তর

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে টানাপোড়েন

যুগান্তর রিপোর্ট

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে টানাপোড়েন চরমে উঠেছে। সরকার চাচ্ছে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষা হোক ক্লাস্টার (গুচ্ছ) পদ্ধতিতে। বলা হচ্ছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি এবং প্রকৌশলসহ অন্যান্য পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা গুচ্ছভিত্তিক হলে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের ব্যাপকহারে আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি ভোগান্তি কমবে। দেশের উচ্চশিক্ষা দেখভালকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনও (ইউজিসি) চাচ্ছে এটি। কিন্তু দু'বছর আগের এ সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সহায়তার অভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, এক্ষেত্রে বিশেষ করে বড় পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ই বেশি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। ফলে অভিন্ন ভর্তির সরকারি

টানাপোড়েন। পৃষ্ঠা ১৯। কলাম ৪

টানাপোড়েন : ভর্তি পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

চিন্তা-ভাবনা ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রী সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে আজ ডেকে পাঠিয়েছেন। বিকালে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন তিনি। সূত্র জানায়, অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে আজ যে কোন একটি সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। অভিন্ন পরীক্ষার লক্ষ্যে প্রথমে সভা হয় ২০০৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর। তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে ভিসিদের নিয়ে ওই সভায় ২০১০ সাল থেকে পরীক্ষার পরিবর্তে জিপিএ'র মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু নতুন শিক্ষানীতিতে বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের একসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার সুপারিশ আসে। ফলে বিষয়টি সরকার আমলে নেয়। পরে বিষয়টি আলোচনার বাইরে চলে যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গত বছরের ১৫ অক্টোবর ইউজিসিকে মন্ত্রণালয় ফের পত্র দেয়। একই ক্যাটাগরির বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি গুচ্ছভুক্ত করে পরীক্ষা নিয়ে মেধাক্রম এবং পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে আসন ও বিশ্ববিদ্যালয় বরাদ্দের লক্ষ্যে সরকার ওই উদ্যোগ নেয়। সেই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায়ই আজকের বৈঠকটি হচ্ছে। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম যুগান্তরকে জানান, অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা হলে অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের হয়রানি-ভোগান্তি কমা ছাড়াও সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে। এ চিন্তাধারাকে সামনে রেখেই সরকার গুচ্ছভিত্তিক পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পন্থা বের করতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক প্রাণগোপাল দত্তকে প্রধান করে সাব-কমিটি গঠন করেছেন। কমিটি বৈঠকে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবে। এ ব্যাপারে সাব-কমিটির প্রধান অধ্যাপক প্রাণগোপাল দত্তের সঙ্গে শনিবার সন্ধ্যায় যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, 'বৈঠকে আমরা কোন সুপারিশ নিয়ে যেতে পারছি না। শিক্ষামন্ত্রী ভিসিদের নিয়ে বসবেন। সবাই সেখানে আসছেন। তারাই নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।' তিনি বলেন, 'সাব-কমিটির কোন বৈঠক করতে পারিনি। এখানে ব্রাহ্মণ আর শুদ্রের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট নিজেদের পদ্ধতির বাইরে যাবে না। এক্ষেত্রে কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমান নিয়েও কথা বলছে। আসলে অভিন্ন প্রশ্নে ভর্তি পরীক্ষা হবে না।'

জানা গেছে, জনগণের কথা বিশেষ করে ফি বছর ভর্তি সংকট সত্ত্বেও প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুলসংখ্যক আসন খালি থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ক্লাস্টার সিস্টেমে (গুচ্ছভিত্তিক) ৫টি ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়ার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু বুয়েটসহ ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সায় মিলছে না। মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব মেডিকেল কলেজে যেভাবে একসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়, তেমনি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নেয়ার চিন্তা সরকারের। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একসঙ্গে, সব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সব সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে ভর্তি পরীক্ষার সুপারিশ ইউজিসির। এছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলোর জন্য আলাদা একটি পরীক্ষার কথাও রয়েছে। জানা গেছে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারের এ চিন্তার সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে ইতিমধ্যে অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে ইউজিসিকে সম্মতি জানিয়েছে। বাকিরা এ ব্যাপারে 'হ্যাঁ' 'না' কিছু না বললেও বাগরা দিয়েছে বড় ৫টি। ওই ৫টির মধ্যে বুয়েট ইউজিসিকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সঙ্গে তাদের কোন মিল নেই। তারা অভিন্নভাবে পরীক্ষা নিতে আগ্রহী নয়। জাহাঙ্গীরনগরসহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বলেছে, তারা বিভাগভিত্তিক পরীক্ষা নেয় এজন্য, এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি কেবল আগ্রহী শিক্ষার্থী বাছাই করা সম্ভব হয়। আর অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় বলেছে, তারা বিভাগওয়ারী পরীক্ষা নিলেও অভিভাবকের ব্যয়ের কথা মাথায় রেখে ইউনিটওয়ারি যুগে প্রবেশ করতে রাজি, কিন্তু কিছুতেই অভিন্ন পরীক্ষার দিকে যেতে নারাজ। ইউজিসির একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যুক্তি অনেকটা অসার। তাদের ধারণা, বিভাগ বা ইউনিটওয়ারি পরীক্ষার পরিবর্তে অভিন্ন পরীক্ষায় ফিরে যেতে না যাওয়ার মূল কারণ আর্থিক। গত বছর কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই ভর্তি ফরম বিক্রি করে সাড়ে ৩ কোটি টাকা আয় করেছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েরও ঠিক একই অবস্থা। অভিন্ন পরীক্ষা হলে ওই আয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বঞ্চিত হবে। উল্লেখ্য, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফি বছর শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে রীতিমতো 'ভর্তিযুদ্ধ' চলে। আর এ ভর্তিযুদ্ধকে পুঁজি করে গড়ে উঠেছে একশ্রেণীর কোচিং সেন্টার। যারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি মৌসুমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। যেখানে কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান, বিজনেস স্টাডিজসহ বিভিন্ন অনুষদ আলাদাভাবে ফরম বিক্রি করে ভর্তি কার্যক্রম সহজ ও অর্থ-সময় সাশ্রয়ী করতে পারে, সেখানে রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগওয়ারি ফরম বিক্রি করে। ফলে শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা আর্থিক-মানসিক, শারীরিক নানাভাবে হয়রানির শিকার হন। মাসের পর মাস চলে যায় ভর্তি পরীক্ষায়। আর ফরম বিক্রি বাবদও নেয়া হয় মোটা অংকের টাকা। সংশ্লিষ্টরা জানান, বিভাগভিত্তিক ফরম বিক্রির পরিবর্তে যদি শুধু ইউনিটভিত্তিক ফরমও বিক্রি করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে একেকজন শিক্ষার্থীকে শুধু ভর্তি পরীক্ষা সামনে রেখে ৫-১০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। কিন্তু যদি সরকারি মেডিকেল কলেজের মতো একটিমাত্র ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তবে সর্বোচ্চ এক হাজার টাকায়ই এক একজন শিক্ষার্থী ভর্তিযুদ্ধ পার করতে পারে।